৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা ৯ জুলাই ২০০৪

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

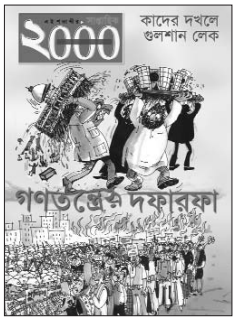

১ জুলাইয়ের ঢাকা-১০ আসনের নির্বাচন কার্যত একটি প্রহসনের নির্বাচনে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে বিজয়ী হতে চারদলীয় জোট এ দেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে ন্যক্কারজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। শুধু তারা জাল ভোট দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, প্রশাসনের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে প্রতিটি ভোটকেন্দ্র পরোক্ষভাবে দখল করে নিয়েছে। ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছে বিকল্প ধারার প্রার্থী মেজর (অবঃ) মান্নানের নির্বাচনী এজেন্ট। এমনকি মেজর (অবঃ) মান্নানও ভোট কেন্দ্রে গিয়ে সরকারের পালিত সন্ত্রাসীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন।

এ দেশের স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের আমলে ভোটের নামে চলেছে প্রহসন। নির্বাচনের আগেই ভোট কেন্দ্র দখল হয়েছে। মিডিয়া ক্যু হয়েছে। জনগণের ভোটের অধিকার চরমভাবে হয়েছে লঙ্ঘিত। জনগণ তাদের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমেছে। সেদিন নূর হোসেন গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছেন। জনগণের ভোট ও ভাতের এ সংগ্রামের অন্যতম দিকপাল ছিল বিএনপি। এ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে খালেদা জিয়া আপোসহীন নেত্রী হয়ে ওঠেন। স্বৈরাচার পতনের মাধ্যমে জনগণ তার ভোটের অধিকার লাভ করে।

আজ বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী। জনগণ তার হাতে ভোটের অধিকার হরণ হতে দেখে বিস্মিত হয়েছে। নির্লজ্জভাবে জোটপ্রার্থী প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব মোসাদ্দেক আলী ফালুকে জয়ী করে আনা হয়েছে। কামরাঙ্গীরচর থেকে ট্রাক, বাস ভর্তি লোক এনে জাল ভোট দেয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, পুলিশ, বিডিআর, আর্মি নীরব ভূমিকা পালন করেছে।

ভোট জালিয়াতির এমন অভিনব কায়দা জনগণ অতীতে কখনোই দেখেনি। এ প্রহসন স্বৈরাচার এরশাদ, মাগুরা উপনির্বাচনকেও হার মানিয়েছে। নির্বাচনী পর্যবেক্ষকরা বলছেন, অভিনব কায়দায় ৫৫ ভাগই জাল ভোট হয়েছে।

জনগণ ভেবেছিল ঢাকা-১০ আসনে উপনির্বাচনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার জনগণের ভোটের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে এ নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অথচ ক্ষমতার দম্ভে জোট সরকার আজ একটি আসনের জন্য জনগণের অধিকারকে করেছে পদদলিত, লুণ্ঠিত।

মনে রাখতে হবে, এ কাজের জন্য আগামীতে তাদের জনগণের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।

প্রচ্ছদের কার্টুন : **রফিকুন নবী**

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com